চা শ্রমিক–কর্মচারীদের অবসরের বয়স বাড়ানোর দাবি

নাগরাকাটা, ২০ নভেম্বর : চা বাগানে কর্মরত শ্রমিক–কর্মচারীদের অবসরের বয়স ৫৮ থেকে বাড়িয়ে ৬০ বছর করার দাবিতে স্টাফ–সাব–স্টাফ জয়েন্ট কমিটি সরব হয়েছে। এ বিষয়ে বাগান কর্মচারীদের ওই যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক আশিসকুমার বসু প্রভিডেন্ট ফান্ড দপ্তরের কলকাতার জোনাল কার্যালয়ের সহকারী প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন। স্টাফ–সাব–স্টাফ জয়েন্ট কমিটির নেতা পার্থ লাহিড়ি বলেন, চা বাগানে ব্রিটিশ জমানা থেকে ৫৮ বছর বয়সে অবসরের প্রথা চলে আসছে। এর ফলে শ্রমিক–কর্মচারীদের প্রচুর আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। সবচেয়ে বড় বিষয়, অবসরের পরও শ্রমিক–কর্মচারীদের যদি বাগানগুলি চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করতে পারে তবে তাঁদের পাকাপাকিভাবে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করার অধিকার দিতে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তিনি বলেন, যে সময় ৫৮ বছর বয়সে অবসরের প্রথা চালু হয়েছিল তখন চিকিৎসাবিজ্ঞান এত উন্নত ছিল না। বর্তমানে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে ৫৮ পেরিয়েও একজন মানুষ যথেষ্ট কর্মক্ষম থাকেন। সরকারি অফিস–কাছারিতেও অবসরের বয়স ৬০। কোনও ক্ষেত্রে এরও বেশি।

স্টাফ–সাব–স্টাফ জয়েন্ট কমিটি জানিয়েছে, এই দাবি নতুন কিছু নয়। দীর্ঘদিন ধরেই এই নিয়ে সরকারি নানা মহল ও মালিকদের কাছে দাবি জানানো হচ্ছে। ২০১৫ সালে পিএফ দপ্তরের পক্ষ থেকে রাজ্যের শ্রম কমিশনারের লেখা একটি চিঠিতে জানানো হয়েছিল, এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (ইপিএফও)–এর সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ট্রাস্টি পেনশন পাওয়ার জন্য অবসরের বয়স ৬০ বছরে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন। গত ১০ নভেম্বর সহকারী পিএফ কমিশনারকে পাঠানো চিঠিতে স্টাফ–সাব–স্টাফ কমিটি ওই বিষয়টির উল্লেখ করে এটা যে ৫ বছর পরও কার্যকরী হয়নি তা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছে।

ওই জয়েন্ট কমিটি জানাচ্ছে, ফি বছর উত্তরবঙ্গের ১০ হাজার চা শ্রমিক–কর্মচারী কর্মস্থল থেকে ৫৮ বছর বয়সে অবসর নেন। ৫ বছরে এই সংখ্যা ৫০ হাজারে গিয়ে ঠেকেছে। তাঁদের কেউই ৬০ বছরে অবসরের সুযোগ না পাওয়ায় গ্র্যাচুইটির ক্ষেত্রে মোটা টাকার আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছেন। যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে পিএফ দপ্তরকে দাবি জানানো হয়েছে, দ্রুত তারা এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্যের শ্রম দপ্তরকে তা বাস্তবায়িত করার কথা জানিয়ে দিক।

গরুবাথানে ট্রেকিংয়ের নতুন রুটের সন্ধান

মালবাজার, ২০ নভেম্বর : কালিম্পং জেলার অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসমৃদ্ধ পাহাড়ি গ্রাম গরুবাথান টার। পাহাড়ের চূড়ায় এখানকার ধাপসমৃদ্ধ ভূমি পর্যটকদের কাছে সমাদৃত। এবার টার থেকে পাহাড়ের ঝোপঝাড়পূর্ণ চড়াই উতরাই পথ হেঁটে নতুন ট্রেকিং রুটের সন্ধান চলল। শুক্রবার গরুবাথান টার থেকে ডেরা ঝরনা পর্যন্ত পাহাড়ি পথে ট্রেকিং–এ শামিল হয়েছিলেন মালবাজার তথা গরুবাথান এলাকার ভ্রমণপিপাসু বাসিন্দারা। উদ্যোগীদের আশা, এ ধরনের নতুন পথের সন্ধান পর্যটনের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে। অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনও জনপ্রিয়তা পাবে।

টারের স্থানীয় পর্যটন উদ্যোগী প্রদর্শনক্রান্তি রাই, বর্ষা ছেত্রী, ওঙ্গদেন মোলামোই এই ট্রেকিং–এর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাতে মালবাজারের মাউন্টেন ট্রেকার্স ফাউন্ডেশন এবং ভ্রমণপিপাসু বাসিন্দারা শামিল হন। টারে ধানের পাশাপাশি ঝাড়ু, এলাচ, তেজপাতা, আদা ইত্যাদির ফসলের চাষাবাদ হয়। পাহাড়ি ধাপে ধাপে শস্যখেতগুলির সৌন্দর্য অপরূপ। প্রজাপতি, পাখি, প্রাণীর বৈচিত্র্য আছে। এবার পর্যটনকেন্দ্র এলাকা নতুনভাবে সাড়া ফেলতে চাইছে। এলাকায় ওঙ্গদেন মোলামো হোমস্টে চালাচ্ছেন। তিনি বলেন, 'আমরা পর্যটকদের জন্য নতুন পথের উদ্যোগ নিয়েছি। তাই এদিন এই ট্রেকিং করা হয়েছে। ভালোই সাড়া মিলেছে।' প্রদর্শনকান্তি রাইদের বক্তব্য, এখানে তাঁবু খাটিয়ে থেকে অ্যাডভেঞ্চার ট্রেকিং করা যেতে পারে। আমরা আজকে এই ট্রেকিং–এর মাধ্যমে নতুন একটি রুটের সন্ধান করেছি। মালবাজারের মাউন্টেন ট্রেকার্স ফাউন্ডেশনের সম্পাদক স্বরূপ মিত্র বলেন, 'ট্রেকিং পথটি পাহাড়ি চড়াই উতরাই এবং ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ছিল। তাই একটু কষ্টসাধ্য। তবে সকলেই এখানকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য উপভোগ করতে পারেন। স্থানীয় গাইডদের সহযোগিতায় এ ধরনের ট্রেকিং করা উচিত। আমরাও এ ধরনের উদ্যোগে সহযোগিতা করব।' মাল শহরের রাজাপাড়া এলাকার গৃহবধূ রিংকি রায় বলেন, 'আমিও এই ট্রেকিংয়ে অংশ নিয়েছি। এ ধরনের অভিজ্ঞতা প্রথম। দারুণ রোমাঞ্চকর। এখন পাহাড়ে শীতের সময়। তাই ঝরনায় জল কম ছিল। তবু ঝরনা উপভোগ্য।'

গরুবাথানে ট্রেকিংয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি : বিদেশ বসু

রাস্তার কাজের শিলান্যাস

বেলাকোবা, ২০ নভেম্বর : শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬০০ মিটার রাস্তার দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থা। এই রাস্তা মেরামত করার জন্য বারবার দাবি জানানো হচ্ছিল। শুক্রবার এই রাস্তার শিলান্যাস করলেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়। রাস্তাটি বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের চার লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ব্যয়ে করা হবে বলে বিধায়ক জানান। এতে ছয়টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে। তিনি বলেন, 'ছয় মাস আগে এই রাস্তা সংস্কারের দাবি আমার কাছে জানানো হয়।' এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিকারপুর অঞ্চলের উপপ্রধান অমলেন্দু ভৌমিক, পানিকৌরি অঞ্চলের সদস্য অনিল রায়, পঞ্চায়েত সদস্য নরেশ দাস প্রমুখ।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি উলটে গেল

মালবাজার, ২০ নভেম্বর : শুক্রবার সকালে শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার যাওয়ার পথে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে নীচু জায়গায় উলটে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক চাঞ্চল্য দেখা যায়। মাল থানার পুলিশ জানিয়েছে, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে নিউ মাল রেলওয়ে ওভারব্রিজের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মাল থানার ওসি শুভাশিস চক্রবর্তী বলেন, সম্ভবত গাড়ির যান্ত্রিক সমস্যার জন্য নিয়ন্ত্রণ হারায়। একজন সামান্য আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

সচেতনতামূলক পদযাত্রা

নকশালবাড়ি, ২০ নভেম্বর : শুক্রবার নকশালবাড়িতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অনুসন্ধান কেন্দ্রের উদ্যোগে করোনা নিয়ে সচেতনতামূলক পদযাত্রা হল। এদিন সকালে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা পদযাত্রা শুরু করে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করেন। পাশাপাশি মহামারি রুখতে আচরণবিধি মানা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো, হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়া ইত্যাদি নির্দেশ সংবলিত লিফলেট বিলি করেন।

সমবায় সপ্তাহ অনুষ্ঠানে বিধায়ক

বেলাকোবা, ২০ নভেম্বর : শুক্রবার বেলাকোবা কোঅপারেটিভ অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটিতে সমবায় সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হল। এদিন স্থানীয় বিধায়ক খগেশ্বর রায় পতাকা উত্তোলন করেন। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি মকসেদ আলম, কোঅপারেটিভ ইউনিয়নের সিইও শিশির পাওরেল, শিকারপুর অঞ্চলের উপপ্রধান অমলেন্দু ভৌমিক, পানিকৌরি অঞ্চলের সদস্য অনিল রায়, রাজু দে প্রমুখ।

ভ্রাম্যমাণ প্রাণী চিকিৎসা শিবির

ক্রান্তি, ২০ নভেম্বর : শুক্রবার মাল ব্লকের যোগেশ চন্দ্র চা বাগানে ভ্রাম্যমাণ প্রাণী চিকিৎসা শিবিরের মাধ্যমে গবাদি প্রাণীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় ও বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। এদিনের শিবিরে পশু চিকিৎসক দীপঙ্কর দে এবং সহকারী হিসেবে সুব্রত বর্মন ও তপন বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ দীপঙ্কর দে জানান, ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের শিবিরের মাধ্যমে গৃহপালিত প্রাণীগুলির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

জগদ্ধাত্রীপুজো

বাগডোগরা, ২০ নভেম্বর : শিবমন্দির স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিএড কলেজ মোড়ে জগদ্ধাত্রীপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। পুজো কমিটির সভাপতি সমীরণ ঘোষ বলেন, 'করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি, সরকারি নির্দেশিকা মেনে আমরা পুজোর আয়োজন করছি। শনিবার মহাসপ্তমী পুজো হবে।'

১৫ দিন ধরেই রাসযাত্রা উৎসবের সিদ্ধান্ত

মদনমোহন মন্দিরে রাসযাত্রা উৎসবের প্রস্তুতি চলছে। –সংবাদচিত্র

কোচবিহার, ২০ নভেম্বর : করোনার জেরে ২০০ বছরের পুরোনা রাসমেলার আয়োজনে এবারে ইতি পড়েছে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড অবশ্য ১৫ দিন ধরেই রাসযাত্রা উৎসব করতে চলেছে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলা শাসক পবন কাদিয়ান ২৯ নভেম্বর কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরে রাসচক্র ঘুরিয়ে ১৩০ বছরের পুরোনো রাসযাত্রার সূচনা করবেন। ২৯ নভেম্বর থেকে ১৫ দিনই মন্দির প্রাঙ্গণে রাসচক্র রাখা হবে। ভক্তদের অবশ্য সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে মদনমোহন মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে। মন্দিরে ঢোকার জন্য বিশেষ রাস্তাও থাকবে। জেলা শাসক তথা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি পবন কাদিয়ান বলেন, 'সমস্ত প্রথা ও নিয়ম মেনেই রাসযাত্রা হবে। তিন দিনের মূল পুজোর পাশাপাশি ১৫ দিন ধরে উৎসব চলবে। মন্দির প্রাঙ্গণে ১৫ দিন ধরেই রাসচক্র রাখা থাকবে।'

কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে খবর, এবারের তিথি অনুযায়ী ২৯ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টা ২৬ মিনিটে রাসযাত্রার পুজো শুরু হবে। পদাধিকার বলে বর্তমান জেলা শাসক তথা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি পবন কাদিয়ান রাসযাত্রার বিশেষ পুজোয় যোগ দেবেন। এরপর ৯টা ১২ মিনিটে তিনি রাসচক্র ঘুরিয়ে মদনমোহন মন্দিরে ১৩০ বছরের পুরোনো রাসযাত্রার সূচনা করবেন। এবার রাসমেলা না হলেও মদনমোহন মন্দিরে সব কিছু আগের মতোই আয়োজিত হবে।

রাসমেলা বন্ধ

- এবার রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে মেলা হচ্ছে না
- জেলা শাসক ২৯ নভেম্বর রাসযাত্রার সূচনা করবেন
- ১৫ দিন মন্দির প্রাঙ্গণে রাসচক্র রাখা হবে
- ভক্তদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে

মন্দিরে ঢোকার আগেই ভক্তদের হাত স্যানিটাইজ করা হবে। তারপর নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে তাঁদের মন্দিরে প্রবেশ করানো হবে। একসঙ্গে নয়, ভক্তরা ধাপে ধাপে মন্দিরে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। সকলেই রাসচক্র ঘোরাতে পারবেন। অন্যান্য বারের মতো এবারও রাসযাত্রা শুরুর থেকে ১৫ দিন মন্দিরের বাইরে বারান্দায় মদনমোহনকে রাখা হবে। মন্দিরের ভিতরে ভাগবত পাঠ সহ কিছু ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান হতে পারে। ভক্তদের কথা মাথায় রেখে মন্দিরের বাইরে কিছু দোকান বসার অনুমতি দেওয়া হতে পারে। যে দোকানগুলিতে ঠাকুর–দেবতাদের বই, বিভিন্ন পুজোর বাসন বিক্রি হয় সেই দোকানগুলির জন্য এই ব্যবস্থা হবে। তবে এ বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

কোচবিহার পুরসভা উত্তর–পূর্ব ভারতের সবচাইতে বড় কোচবিহার রাসমেলার আয়োজন করে থাকে। ১৮১২ সালে কোচবিহারে ভেটাগুড়িতে রাসযাত্রা ও রাসমেলা শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৮৯০ সালের পর থেকে কোচবিহার মদনমোহন মন্দির তৈরি হলে এখানে রাসযাত্রা ও মেলা হয়ে আসছে। কোচবিহার পুরসভা পরবর্তীতে মেলার আয়োজন শুরু করে। মাঝে শুধুমাত্র একবার ১৯২৩ সালে কলেরা রোগের জন্য মেলা হয়নি। তারপর এবার করোনার জন্য মেলা হচ্ছে না। তবে মদনমোহন মন্দিরে রাসযাত্রা উৎসবের সব কিছুই আয়োজিত হবে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য জমি মিলল

ধূপগুড়ি, ২০ নভেম্বর : উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ার জমি পাওয়া গিয়েছে। এবার ভাঙা বেড়ার ঘর ছেড়ে কংক্রিটের স্বাস্থ্যকেন্দ্র পাওয়ার আশায় বুক বাঁধছেন গ্রামবাসী থেকে শুরু করে কর্মীরা। ধূপগুড়ি ব্লকের টুকলিমারিতে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি অস্থায়ী বেড়ার ঘরে শুরু হয়েছিল। সেখান থেকে মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছেন এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা সেখানেই নিয়মিত ডিউটি করছেন। জমি না পাওয়ায় অস্থায়ীভাবে সেটি চলছিল। তবে এবার স্থায়ী জমি পেতেই স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র হবে বলে গ্রামবাসীরা আশা করছেন। জানা গিয়েছে, গ্রামের বাসিন্দা রোহিণী রায় তাঁর জমি থেকে কিছু পরিমাণ জমি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়তে দানপত্র লিখে দিয়েছেন এবং পরবর্তীতে রেজিস্ট্রি করে দিতেও রাজি বলে জানিয়েছেন। এদিকে, ইতিমধ্যেই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের জমির নথিপত্র সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ধর্মনারায়ণ রায়। প্রধান বলেন, জমি পেয়েই তা ব্লক প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানানো হয়েছে। নথিপত্রও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষ স্থায়ী এবং পাকা ঘরে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন এটা ভেবেই গ্রামের অনেকে খুশি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে সুধীর রায়ের জমিতে অস্থায়ীভাবে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চলছে। এবার নতুন জায়গায় উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নির্মাণ হয়ে গেলে সাধারণ মানুষের অনেক সুবিধা হবে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মলয় রায় বলেন, অস্থায়ীভাবে চলা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি কিছুটা চাপা জায়গায় রয়েছে। তবে নতুন জায়গাটি একেবারে রাস্তার পাশে এবং মানুষের অনেক সুবিধা হবে। এদিকে ধূপগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের বৈঠকেও ওই জমি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

পাশাপাশি, জমি পাওয়া এবং জমির সমস্ত তথ্যই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। ধূপগুড়ি ব্লকের বিএমওএইচ ডাঃ সব্যসাচী মণ্ডল বলেন, 'জমি পেয়েছি। এবার যত শীঘ্রই সম্ভব জমি স্বাস্থ্য দপ্তরের নামে করা হবে। পরবর্তীতে সেখানে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও জানানো হবে এবং আগামী সপ্তাহে জমির কাগজপত্র জেলাস্তরে পাঠানো হবে।'

সমস্যা শুনলেন সাংসদ জয়ন্ত

চ্যাংরাবান্ধা, ২০ নভেম্বর : মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পানিশালায় নব্য ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সমস্যা শুনলেন জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়। তাঁর সঙ্গে সুভাষ বর্মন, অতুল রায় প্রমুখ বিজেপি কর্মী ছিলেন। সাংসদ এদিন ওই এলাকা পরিদর্শন করেন। সাংসদকে কাছে পেয়ে নব্য ভারতীয়রা তাঁদের আবাসন সহ বিভিন্ন সমস্যার কথা জানান। এ বিষয়ে তাঁর তরফে যথাযথ পদক্ষেপ করার আশ্বাসও দেন সাংসদ। সাংসদের ওই এলাকা পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে থাকা বিজেপি কর্মী সুভাষ বর্মন জানান, ওই এলাকার অনেকে সাংসদকে জানিয়েছেন, বর্তমানে তাঁদের পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় থাকার ঘরের সমস্যা দেখা দিয়েছে। এছাড়াও তাঁরা একাধিক সমস্যার কথা সাংসদকে জানিয়েছেন। ছিটমহল বিনিময় চুক্তিতে পাকাপাকিভাবে ভারতে চলে এসেছেন ওই সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা। কয়েকমাস আগে অবধি তাঁদেরকে মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অস্থায়ী শিবিরে রাখা হয়েছিল। তাঁদের জন্য তৈরি করা চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিশালা এলাকার স্থায়ী আবাসনে অর্থাৎ ফ্ল্যাট বাড়িতে বর্তমানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তাঁরা। সেখানেও তাঁদের একাধিক সমস্যা রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন।

প্রতিবাদ মিছিল

গোপালপুর, ২০ নভেম্বর : তুফানগঞ্জের বিজেপি কর্মী কালাচাঁদ কর্মকারকে খুনের অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে মাথাভাঙ্গা–১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝিরবাড়িতে প্রতিবাদ মিছিল করল বিজেপি। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ১০ নম্বর মণ্ডল সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত বর্মন, মণ্ডল সম্পাদক রঞ্জন বর্মন সহ অন্যরা। বিজেপির মণ্ডল সম্পাদক রঞ্জন বর্মনের অভিযোগ, তুফানগঞ্জে আমাদের কর্মীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।

জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে ছটপুজোয় শামিল ব্রতীরা

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২০ নভেম্বর : অস্তগামী সূর্য আরাধনার মাধ্যমে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছটপুজো শুরু হল। শুক্রবার দুপুর থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নদীর ঘাটে উৎসাহী মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। মেটেলি ব্লকের চালসার মঙ্গলবাড়ি বাজারে করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে কৃত্রিম নদী তৈরি করে ছটপুজোর আয়োজন করে কয়েকটি পরিবার। প্রতিটি ছটঘাটেই পুলিশ প্রশাসনের কড়া নজরদারি ছিল। পুজোকে কেন্দ্র করে কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে কৃত্রিম নদী তৈরি করে ছটপুজোর আয়োজন হয়েছে মেটেলি ব্লকের চালসার মঙ্গলবাড়ি বাজারে। কয়েকটি পরিবার এই উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতি বছর এই পরিবারগুলি চালসার কুর্তি নদীর ছটঘাটে পুজো করে। কিন্তু করোনার জন্য তারা ঝুঁকি নিতে চায়নি। অপরদিকে, মেটেলি ব্লকের চালসার কুর্তি নদীর ছটঘাটে এদিন বিকেল থেকেই ছটব্রতী ও মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। পুজো কমিটির তরফে এই ছটঘাটে ১৫০টি ঘাট করা হয়। কমিটির তরফে ছটব্রতীদের জন্য মাস্কের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছটপুজোকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য কড়া পুলিশি ব্যবস্থা ছিল। এছাড়াও মেটেলি ব্লকের মেটেলি শ্মশান কালীবাড়ি, বাতাবাড়ির ইনডং নদীর ঘাট, বড়দিঘি চা বাগানের নেওড়া নদীর ঘাট, বাতাবাড়ি দিঘির পার, মঙ্গলবাড়ি বাজার ইত্যাদি এলাকার ছটঘাটে ছটব্রতীদের ভিড় দেখা যায়। ছটব্রতীদের ভিড় উপচে পড়ে ওদলাবাড়ির চেল, ঘিস এবং আন্দাঝোরা নদীর ছটঘাটে। নাগরাকাটার লুকসান মোড় বিহারি সমাজসেবা সমিতির পক্ষ থেকে স্থানীয় ছটঘাটে ব্লকের বিদায়ি বিডিও স্মৃতি সুব্বাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সুখানি নদীতে ও লুকসানের কুজি ডায়না নদীর ঘাটে অস্তগামী সূর্য আরাধনার মাধ্যমে এদিনের পুজোর সমাপ্তি হয়। লুকসানের উদ্যোক্তাদের পক্ষে মিন্টু গোস্বামী, অর্জুন চৌধুরী মহাপ্রসাদ জানান, সরকারি গাইডলাইন মেনে পুজো হয়েছে। আগামী সোমবার সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। গয়েরকাটা ছটপুজো সমাজকল্যাণ ক্লাবের উদ্যোগে আংরাভাসা নদীর ঘাটে ৫৭তম ছটপুজোর সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ির বিধায়ক মিতালি রায়, জলপাইগুড়ি জেলা ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন সীমা চৌধুরী প্রমুখ। ভুটানের খানাভর্তি নদীতে ছটপুজোর আয়োজন না করে এবছর নিজের দেশের সীমানাতেই সুখ রেইতি নদীতে ছটপুজোর আয়োজন করলেন চামুর্চি এলাকার ছটব্রতীরা। এদিন সন্ধ্যায় জলে নেমে শ্রদ্ধা সহকারে চামুর্চি ইকো পার্ক সংলগ্ন এলাকায় পুজোয় মাতলেন আনুমানিক পাঁচশো ছটব্রতী। বানারহাট সর্বজনীন ছটপুজো কমিটির উদ্যোগে প্রতিবছরের মতো এবছরও ডায়না নদীতে ছটপুজোর আয়োজন করা হয়।

ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই বারোহাতি নদীর ঘাটে সাড়ম্বরে ছটপুজো পালিত হল। প্রতি বছর জলঢাকা নদীতে এই পুজো করা হলেও এবার তা বাতিল করে মহাকাল মোড় সংলগ্ন বারোহাতি নদীর ঘাটে পুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এছাড়া ব্লকের ময়নাগুড়ি রোড সংলগ্ন ধরলা নদীর ঘাট মাধবডাঙ্গা ধর্মপুর ব্রহ্মপুর জল্পেশ ভোটপাট্টি এলাকায় ছটপুজো হয়। বেলাকোবার সাহেববাড়ি, কেবলপাড়া, তালমা নদীর ঘাটে অনেকে শামিল হন। বিন্নাগুড়িতে এবছর আংরাভাসা নদীর ঘাটে ছটপুজোর অনুমতি না মেলায় বিন্নাগুড়ির বেশির ভাগ ছটব্রতী কৃত্রিমভাবে জলাধার তৈরি করে ছটপুজোয় মাতেন। এছাড়া বিন্নাগুড়ি শিবমন্দির প্রাঙ্গণ, গয়েরকাটার কোংগারনগর এলাকায় নদীর ঘাটে ছটপুজোর আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিন্নাগুড়ি মিলন সংঘ ময়দানে ছটপুজোর উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি জেলার সাংসদ জয়ন্ত রায়।

পরিবেশবান্ধব পর্যটন হাব হবে ভোরের আলো

গজলডোবা, ২০ নভেম্বর : 'ভোরের আলো'কে আবর্জনামুক্ত এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটন হাব হিসেবে গড়ে তুলতে পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর। শুক্রবার গজলডোবার হাওয়া মহলে ভোরের আলোকে কেন্দ্র করে প্রায় ২১০ একর জমিতে গড়ে ওঠা পর্যটন হাবের একাধিক প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের নতুন এই উদ্যোগের কথা জানান পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নামাঙ্কিত গজলডোবার পাখিবিতানের খ্যাতি এরাজ্যে তো বটেই, দেশজুড়েও ছড়িয়ে পড়েছে। ফি বছর শীত পড়তেই বহু পর্যটক শুধুমাত্র দেশ–বিদেশ থেকে উড়ে আসা পরিযায়ী পাখিদের টানে গজলডোবায় ছুটে আসেন। তাই কোনওভাবেই পক্ষীকূলের স্বাভাবিক জীবনে ব্যাঘাত ঘটে এমন কোনও কাজ করা যাবে না।' একইসঙ্গে গজলডোবার ভোরের আলো সংলগ্ন পুরো এলাকাকে আবর্জনামুক্ত করে গড়ে তুলতে সঠিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রণালী চালু করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় যুবক–যুবতীদের একাজে প্রশিক্ষিত করে কাজে লাগানোর ওপর জোর দেন তিনি। পাশাপাশি বিদ্যুৎ ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে ক্ষতিকারক কার্বনের পরিমাণ কমানোর উদ্দেশ্যে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের ওপর জোর দেন তিনি। নন্দিনী চক্রবর্তী বলেন, 'আগামীদিনে দেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ ইন্টিগ্রেটেড পর্যটন হাব হিসেবে পরিচিতি পেতে চলেছে গজলডোবা। যার আকর্ষণে সারাবছর ধরে দেশ–বিদেশের পর্যটকদের আনাগোনা গজলডোবায় লেগেই থাকবে। পর্যটকদের সামনে পরিবেশবান্ধব ও আবর্জনামুক্ত গজলডোবাকে তুলে ধরতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর।'

এদিনের বৈঠকে ভোরের আলো প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত রাস্তাঘাট, স্টিল ব্রিজ, পিলখানা সহ একাধিক কাজের অগ্রগতি তিনি খতিয়ে দেখেন। বৈঠক শেষে একসময় তিস্তা সংলগ্ন জলাশয়ে নৌবিহারে গিয়েও পরিযায়ী পাখিদের পর্যবেক্ষণ করেন নন্দিনীদেবী। এদিনের বৈঠকে জলপাইগুড়ির জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু, অতিরিক্ত জেলা শাসক ছাড়াও বিদ্যুৎ বিভাগ, বন দপ্তর, পূর্ত ও সড়ক বিভাগ, পিএইচই সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

গজলডোবায় বৈঠকের পর আধিকারিকদের সঙ্গে মাঝে পর্যটন দপ্তরের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। –সংবাদচিত্র

শিয়রে মিম, মালদায় সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক নিয়ে উদ্বেগ তৃণমূলে

মালদা, ২০ নভেম্বর : সংখ্যালঘু ভোটব্যাংককে অটুট রাখতে দলের সংখ্যালঘু সেলকে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়ে গেলেন তৃণমূলের রাজ্যনেতা তথা পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বিহার ভোটের সাফল্যের পর মালদা ও মুর্শিদাবাদে নজর পড়েছে মিমের। হায়দরাবাদের আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল মজলিশ ই ইত্তেহাদুল মুসলিমিন সংক্ষেপে মিমকে নিয়ে মুখে কিছু না বললেও যথেষ্ট উদ্বেগে রয়েছে বাংলার শাসকদল। মালদা জেলায় মিমের কার্যকলাপ যে কোনও মূল্যে ঠেকাতেই যে এই বার্তা দিয়েছেন ববি হাকিম, তা মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। বৃহস্পতিবার রাতে ও শুক্রবার সকালে মহানন্দা ভবনে সংগঠনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এই বার্তা দিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। বিহার নির্বাচনে পাঁচটি আসনে জয়লাভ করেছে সংখ্যালঘু সংগঠন হায়দরাবাদের মিম। মালদা ও উত্তর দিনাজপুর বিহার সীমান্তবর্তী এলাকা। ফলে বিহারে মিমের এই সাফল্য তৃণমূলকে ভাবাচ্ছে। রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোট ভাগাভাগি হলে আসলে যে তৃণমূলের ভোটব্যাংকে থাবা বসবে, এটা বুঝেছে শাসকদল। আর সেক্ষেত্রে অনেক আসনে বিজেপির জয়যাত্রার পথ সুগম হতে পারে বলে মনে করছে তৃণমূল। মিম যাতে কোনওভাবে মালদা জেলায় ছাপ ফেলতে না পারে, তার জন্য এখন থেকেই বিভিন্ন স্তরের কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা জানিয়ে দিয়েছেন ফিরহাদ। তৃণমূল যাতে শাখা সংগঠনকে গুরুত্ব দেয়, তার জন্য ফিরহাদ হাকিমকে অনুরোধ করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু সেলকে উদ্যোগী হতে নির্দেশ ফিরহাদের

বৃহস্পতিবার সকালে সুজাপুরে একটি প্লাস্টিক কারখানায় বিস্ফোরণ কাণ্ডে মৃত এবং আহতদের পরিবারের হাতে সরকারিভাবে আর্থিক সাহায্য তুলে দিতে এবং ঘটনায় আহত ওই পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি মহানন্দা ভবনে ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতেই সেখানে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, সংগঠনের জেলা সভাপতি মোশারফ হোসেন দেখা করে সাংগঠনিক কথাবার্তা বলেন। পরে এদিন সকালে সাংগঠনিকভাবে তাঁরা মন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান। সংগঠনের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম বলেন, 'আমরা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে একত্রিত করার কাজ শুরু করেছি। এই কাজ করতে গিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে আমাদের পরিচিত হওয়া দরকার। এদের সহযোগিতা দরকার। এ বিষয়ে মন্ত্রীর কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে। মন্ত্রী এ ব্যাপারে সদর্থক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।' নজরুল আরও বলেন, 'মিমের বিপদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জেলায় মিমের কোনও কার্যকলাপ আপাতত নেই। তাও আমরা বিষয়টি নজরে রাখছি। মন্ত্রী মিমের বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছেন। এদের রুখতে যে কোনওভাবে আমাদের তৎপরতা বাড়াতে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন।'

সংগঠনের জেলা সভাপতি মোশারফ হোসেন বলেন, 'ফিরহাদদা আমাদের সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। সংগঠনের কর্ম তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের সংগঠনের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মুসলিম সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের জেলা সভাপতি। তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন মাদ্রাসা ইদগাহ–মসজিদ কমিটিতে গিয়ে সংখ্যালঘু মানুষকে আমরা সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সম্বন্ধে বোঝাতে পারব। সংখ্যালঘু ভোট ভাগাভাগি হলে আখেরে বিজেপির সুবিধা। দেশের বিপদ। সেটা বোঝাতে হবে।' মোশারফ হোসেন আরও বলেন, 'আমরা ব্লকগুলিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজনদের আমন্ত্রণ করে সভা করার কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। বিজেপি সহ মিমকে ঠেকাতে কোন কোন বিষয়ে আরও জোর দিতে হবে, সে বিষয়ে শীঘ্রই রূপরেখা তৈরি করবে সংখ্যালঘু সেল।'